২২/১০/২০০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...

শশীলজ এখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

ল হোসেন, *ময়মনসিংহ*

সমৃদ্ধ ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অম্লান
হয়ে আছে মহারাজ শশীকান্ত, সূর্যকান্ত,
রঘুনন্দন, যুগেন্দ্র কিশোর, ব্রজেন্দ্র কিশোর,
বিশ্বেশ্বরী দেবী ও বিদ্যাময়ী দেবীসহ
কিংবদন্তীতুল্য কয়েকটি নাম। ইদানীং এঁরা
নাদের কাতারে চলে গেলেও আজও তাঁদের জমিদারি
সের সাক্ষী হয়ে আছে শশীলজ, লোহার কুটির,
ীপুরলজ নামের সুরম্য প্রাসাদ। ইতিহাস বলে
নকার জমিদাররা শুধু বিলাসিতা করেই গা ভাসিয়ে
নি। প্রজাকল্যাণে রেখে গেছেন অনেক স্থাপনা।
কান্ত হাসপাতাল, বিদ্যাময়ী স্কুল, রাজরাজেশ্বরী
টার ওয়াকার্স, পণ্ডিতপাড়া এ্যাথলেটিক্স ক্লাব, টাউন
তাঁদের প্রজাকল্যাণের সাক্ষী।
কের এই উন্নয়নবঞ্চিত ময়মনসিংহ শহরের মর্যাদা
করে ১৮১১ সালে। মুক্তাগাছা জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা
ষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র রঘুনন্দন ময়মনসিংহ শহরের
প্রয়োজনীয় জমি দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ জেলা
বে প্রতিষ্ঠা পায় ১৭৮৭ সালের ১ মে। তখন
নবাড়ির কোম্পানির কুঠিবাড়িতে চলত জেলা সদরের
। বন্যার পানিতে কুঠিবাড়ি ডুবে গেলে জেলা সদর
ন্তর করা হয় ঘাক ডহরে। ১৭৯১ সালের পরে এটি
পুত্রের তীরে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়।
কালীন ডেপুটি কালেক্টর মিঃ রটন এই স্থানটি নির্বাচন
ছিলেন।
মদ তৌফিক চৌধুরীর লেখা শহর ময়মনসিংহ থেকে
া যায়, আদিতে ময়মনসিংহের নাম ছিল
মেনশাহী। এই অঞ্চল আলেপশাহী, মোমেনশাহী ও
সেনশাহী এই ৩টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। তখন
নসিংহ শহরের নাম ছিল নাসিরাবাদ। নাম নিয়ে কিছু
ন্তির কারণে ১৯০৫ সালে নাসিরাবাদ পাল্টে করা হয়
নসিংহ। ঐ সময়ে শহরের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র
ড় ৮ হাজার। আর আয়তন ছিল মাত্র ৮ দশমিক ৩৯
মাইল। ময়মনসিংহ পৌরসভার পদ মর্যাদা লাভ করে
৬৯ সালে। তখন ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল বনজঙ্গলে
। মুনতাসীর মামুন দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত তাঁর
ম সাহেবের পূর্বাঙ্গ সিরিজে লিখেছেন, তৎকালীন
পুটি কালেক্টর গ্রাহাম ঢাকা থেকে এই বনজঙ্গল ও নদী
ড়িয়ে ঘোড়ায় ও নৌকায় চড়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ
সছিলেন ২ দিনে। ময়মনসিংহ অঞ্চল তখন
দারদের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহের রেল
গাযোগ চালু হয় ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ঐ
য় রাজা সূর্যকান্ত এই রেল যোগাযোগ স্থাপনে ২ লাখ
ার জমি দিয়েছিলেন। পরে এখানকার জমিদারদের

থেকে জামালপুর, মোহনগঞ্জ, ঝারিয়া ও চট্টগ্রামের দিকে গৌরীপুর হয়ে সম্প্রসারিত করা হয়।

ময়মনসিংহের জমিদাররা ছিলেন মুক্তাগাছা জমিদারদের বংশধর। রঘুনন্দন তাঁদেরই উত্তরসূরি ছিলেন। অপুত্রক রঘুনন্দন দত্তক নেন গৌরীকান্তকে। অপুত্রক গৌরীকান্ত দত্তক নেন সূর্যকান্তকে। অপুত্রক সূর্যকান্তের পালিত পুত্র ছিলেন মহারাজ শশীকান্ত। ঐ সময় ময়মনসিংহ শহরে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। নাগরিকরা বিভিন্ন পুকুর ও কুয়ার পানি পান করত। সূর্যকান্ত ১৮৮৬ সালে এক লাখ ১৪ হাজার টাকা ব্যয়ে স্থাপন করেছিলেন 'রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়াকার্স'। তাঁর স্ত্রীর নামে করা এই স্মৃতি চিহ্নটি এখন পৌরসভার সুপার মার্কেটের পিছনে আত্মগোপন করেছে। এটিকে নিয়ে রয়েছে এক

ময়মনসিংহের জমিদাররা এখন অচেনাদের কাতারে চলে গেলেও তাঁদের জমিদারি বিলাসের বহু নিদর্শন জ্বলজ্বল করছে

করুণ ট্র্যাজেডি। সূর্যকান্তের স্ত্রী রানী রাজরাজেশ্বরী কলেরায় আক্রান্ত হলে নদীপথে তাঁকে পাঠানো হয় ইংল্যান্ডে। পথে ভাগীরথী নদীতে 'জল জল' বলে আকুতি করছিলেন। কিন্তু ডাক্তারের বারন থাকায় তাঁকে জলপান করতে দেয়া হয়নি। ফলে নদীতেই তিনি প্রাণ হারান। রাজা সূর্যকান্ত স্ত্রীর বেদনাদায়ক স্মৃতিকে ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই জলকল। এর আগে তিনি শহরের বর্তমান পচাপুকুর মহলে 'পদ্মকুকুর' ও মহাখালী স্কুলের স্থানে একটি পৃথক পুকুর খনন করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে শহরে চালু করেছিলেন ডিসি পাওয়ার হাউজ। ময়মনসিংহে বার লাইব্রেরী ও বিনোদনের জন্য টাউন হল, লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার প্যালেস/অমরাবতী নাট্য মন্দির যা আজকের ছায়াবানী সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত তাঁর দত্তকপুত্র শশীকান্তের জন্য নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতল সুরম্য প্রাসাদ শশীলজ। যা আজকের মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হিসাবে পরিচিত। এই বাড়ির বিশাল ফটক, ফটকের সামনে নগ্ন নারীমূর্তি, শান বাঁধানো দ্বিতল পুকুর ঘাট, ড্রইং রুমে ফোয়ারা তার ওপর ঘূর্ণায়মান নগ্ন নারীমূর্তি এবং ডাইনিং রুমের ঝাড়বাতি আজও আগন্তুকদের মুগ্ধ করে। মহারাজ শশীকান্ত প্যারিস থেকে ঐ সময় ৩ লাখ টাকায় একটি সঙ্গীত সিঁড়ি এনে স্থাপন করেছিলেন এই বাড়িতে। এই সিঁড়ি বেয়ে ভূমিকম্পে সুসং রাজা পুত্রসহ দালান চাপায় মারা যায় এই বাড়িতে। শশীকান্ত তখন ছিলেন কলকাতায়। টেলিগ্রামে এই দুঃসংবাদ জানানো হলে শশীকান্ত প্রথমেই জানতে চান তার সঙ্গীত সিড়িটি সম্পর্কে। এরপর থেকেই শশীকান্ত ঘোষণা দিলেন ময়মনসিংহে কেউ দ্বিতল অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারবে না। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী জামাতাকে যৌতুক দেয়ার জন্য একটি দ্বিতল বাড়ি নির্মাণের অনুমতি চেয়ে পাননি। পেলেন একখণ্ড জমি। পরে ব্রহ্মপুত্র তীরের সেই জমিতে চীনা মিস্ত্রি এনে নির্মাণ করা হলো টিন-কাঠের কারুকার্য খচিত সুরম্য দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল বাড়ি। নাম দেয়া হলো গৌরীপুরলজ। শশীলজের কাছেই সূর্যকান্ত ঐ সময় আত্মীয় অতিথিগণের জন্য লোহা ও টিন-কাঠ দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন বাগানবাড়ির ভিতর লোহার কুটির। তখন এর নাম ছিল আলেকজান্দ্রার ক্যাসেল। ফ্রান্সের যুবরাজ আলেকজান্দ্রারের নামানুসারে শশীলজ এই নামকরণ করেন। এই যুবরাজ ও ঢাকার নবাব স্যার সলিমু উল্লাহর যাতায়াত ছিল শশীলজে। নবাবের সহযোগিতায় শশীকান্ত একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

মুক্তাগাছার জমিদার প্রফুল্ল আচার্য্য ১৮৭৩ সালে ময়মনসিংহ শহরে ৫ একর জমি দান করে সর্ববৃহৎ একটি বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম দেন আলেকজান্ডার বালিকা বিদ্যালয়। পরে জমিদার প্রফুল্ল তার মা বিদ্যাময়ীর নামে এর নামকরণ করেন। ঐ সময় বিদ্যাময়ী দেবীর নামে ময়মনসিংহ শহরে প্রথম একটি মহিলা চিকিৎসালয়ও স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে গৌরীপুরের জমিদার বিশ্বেশ্বরী দেবীর নামেও একটি পৃথক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরে ১৯২২ সালে ঐ স্থানে মহারাজ সূর্যকান্ত ৪৩ বেডের হাসপাতাল স্থাপন করেন। যা আজও সূর্যকান্ত সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল নামে পরিচিত।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে রামগোপালপুরের জমিদার যুগেন্দ্র কিশোর চৌধুরী তাঁর পিতার নামে ময়মনসিংহ শহরে প্রতিষ্ঠা করেন কাশী কিশোর কারিগরি বিদ্যালয়। যার একাংশে এখন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শহীদ সৈয়দ নজরুল কলেজ। শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয়জল ছাড়াও বিনোদনের ক্ষেত্রেও এখানকার জমিদাররা অবদান রেখে গেছেন। শশীকান্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি করে ময়মনসিংহ এসেই প্রথম ক্রিকেট খেলা চালু করেন। শহরের পণ্ডিতপাড়া এ্যাথলেটিক্স ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুক্তাগাছার জমিদার। ১৯২৮ সালে গৌরীপরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এই ক্লাব